জর্জঅরওয়েল ঃ জীবন ও সাহিত্য

রতনশিকদার

ইংরাজি সাহিত্যের এক বিশিষ্ট ঔপন্যসিক ওপ্রাবন্ধিক জর্জ অরওয়েলেরজন্মের শতবর্ষ পূর্তিতে তাঁর বিতর্কিত চিন্তাধারা ও রচনানিয়ে নূতন করে নানাভাবে আলোচনা হচ্ছে। জর্জ অরওয়েলকে ভালভাবে বুঝতেহলে তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবন, জীবনবোধ অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি ইত্যাদি বিষয়গুলিসম্বন্ধে অবশ্যই জানার প্রয়োজন আছে। এই প্রয়োজনীয়তার কথাবিবেচনা করে প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিষয়টিতে আলোকপাত করার প্রচেষ্টা করহচ্ছে।

জর্জ অরওয়েল, যাঁর আসলনাম এরিক আর্থার ব্লেয়ার, সঠিকভাবে নিম্ন-মধ্য এবং উচ্চবিত্তের মানুষেরমধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। অরওয়েলের পিতা ছিলেন ভারতবর্ষেব্রিটিশ গভর্নমেন্টের অধীনে একজন নিম্নপদস্থ অধিকারী। অরওয়েলেরজন্ম ২৩ জুন ১৯০৩ তৎকালীন বাংলা প্রদেশে অবস্থিত মোতিহারিতে।বাবার চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের কয়েক বছর পূর্বে অরওয়েল তাঁর মা এবংবোনেদের সাথে ইংল্যান্ডেপাড়ি দিয়েছিলেন। ১৯১১ সালে অর্থাৎ মাত্র আট বছর বয়সেঅরওয়েল অত্যাধুনিক এক শিশু বিদ্যালয়ে পড়বার জন্য বৃত্তি পেয়েছিলেন। ওখানেশিক্ষা সম্বন্ধেতাঁর বিরক্তিকর অনুভূতি তাঁর মৃত্যুর পরে (মৃত্যু ২১ জুন ১৯৫০) প্রকাশিত স্মৃতিকথা 'Such, Such Were the Joys' (১৯৫২) বইটিতে লিখিত হয়েছিল। তাঁরকলেজের পড়াও হয় বৃত্তি, পেয়ে ইংল্যান্ডের অন্যতম সম্ভ্রান্তপ্রতিষ্ঠান এটনে।

কলেজের পড়া শেষ করেমাত্র ১৯ বছর বয়সে একজন পুলিশ অফিসারের চাকরি নিয়ে অরওয়েল বার্মায়এসেছিলেন। কিন্তু মাত্র পাঁচ বছর ওখানে চাকরি করার মধ্যেই বৃটিশসাম্রাজ্যবাদের প্রতি তাঁর বিরক্তি উৎপাদন হয়। উপরন্তু স্থানীয়অধিবাসীদের ইউরোপিয়ানদের প্রতি তীব্র ঘৃণার ভাব লক্ষ করেওই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে প্যারিসে চলে আসেন অরওয়েল। তাঁরআত্মজৈবনিক রচনা 'Shooting an Elephant' -র মধ্যে এইবিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে অপর একটি রচনা 'A Hanging' -এও উল্লেখ করা যেতে পারে। প্যারিসে দুবছর লেখালেখির মধ্যে নিজেকেব্যস্ত রাখেন। কিন্তু লিখে অর্থনৈতিক সাফল্য বিশেষ লাভ করেননি। আবারফিরে গেলেন স্বদেশে-ইংল্যান্ডে। শু হল এক অদ্ভুত অনিশ্চিত জীবন - কিছুদিনশিক্ষক, কখনও বা বই বিক্রেতার সহকারী, আবার কখনও একেবারেইভবঘুরের জীবন। Jack London -এর লেখা 'The People of the Abyss (1903) পড়ে প্রভাবিত হয়ে অরওয়েল লন্ডনেরবস্তিবাসীদের জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করবার জন্য একজন ভবঘুরেরভেক ধারণ করেছিলেন। দুবছর এভাবেই কাটল তাঁর। এই জোড়াতালি দেওয়াজীবনের অভিজ্ঞতাতেই পরিপুষ্ট তাঁর রচনা 'Down and out in Paris and London' (1933)। অন্যভাবে বলা যায় এই আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থেতাঁর একনিষ্ঠ সোশ্যালিস্ট চিন্তাধারারও প্রকাশ ঘটে।নিচুতলার লোকেদের বেদনাময়, আতঙ্কজনক জীবনের সম্বন্ধেতাঁর সরাসরিঅভিজ্ঞতার বিষয়টি প্রাধান্য পায় এই গ্রন্থে এবং অবশ্যই তীব্র নিন্দাসূচকভাষায়, যা তাঁর পূর্বসূরী বার্নার্ড শয়ের ব্যবহৃত ভাষার চেয়েওতীব্রতর ছিল। এর পরবর্তী কালে (১৯৩৭) উত্তর ইংল্যান্ডের বেকারখনি শ্রমিকদের দুঃখময়, ভয়গ্রস্ত জীবনযাত্রার এক ভয়ানক প্রতিবেদনপ্রকাশিত হয়, তাঁর অপর একটি গন্থে— 'The Road toWigon Pier' স্বেচ্ছায় তিনি এই জীবনভোগ করতে গিয়েছিলেন। এই দুটি প্রকাশের সাথে সাথে তাঁর খ্যাতিহতে শু করে।

এর পরবর্তী সময়ে একবহুল প্রচারিত সোশ্যালিস্ট চিন্তাধারার রচনা সংকলন 'Left Book Club' -এ দ্বিতীয় অংশে অরওয়েল ব্যাখ্যা করেছিলেন কেনতিনি একজন সোশ্যালিস্ট। একজন মধ্যবিত্ত হওয়াতে তাঁর ভেতরের দ্বন্দ্বটিকেও তিনি অবশ্য তাঁর রচনায়প্রকাশ করেছিলেন। এসব ১৯৩৫-৩৬-এর কথা। এ সময় স্পেনে চলেছে একরাজনৈতিক অস্থিরতা। শু হল গৃহযুদ্ধ। লয়ালিস্ট ও ন্যাশনালিস্ট দুটিশিবিরে বিভক্ত হয়ে চলল সেই গৃহযুদ্ধে। সোভিয়েত রাশিয়ার শ্রমিকরা আর্থিকসাহায্য পাঠাতে লাগল লয়ালিস্টদের। বিভিন্ন দেশ থেকে বিশালআন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী এসে যোগ দিল লয়ালিস্টদের সাথে।এদের সাথে অরওয়েলও গিয়ে যোগ দিলেন জেনারেল ফ্রাঙ্কোর বিদ্ধে লড়াইতে। সে অভিজ্ঞতার এক অনন্য প্রতিবেদনই তাঁর আর একটি গ্রন্থ 'Homage to Catalonia' (১৯৩৮)। স্প্যানিশ জনগণের সোশ্যালিস্টরাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতি দায়বদ্ধতা লক্ষ করে তিতিনিজেকে আরও দৃঢ়ভাবে এইমতবাদের দিকেই দাঁড় করালেন। আবার অনদিকে মধ্যবিত্তসুলভ ঝোঁক এবংকম্যুনিস্টদের বামবিরোধীদের প্রতি যুদ্ধেরর কৌশলগত পদ্ধতিতেখানিকটা বিরক্ত বোধ করেছিলেন। এই অদ্ভুত দ্বান্দ্বিক অবস্থানের মধ্যেই তিনিইংল্যান্ড ফিরে গেলেন। "The Unknown Orwell" গ্রন্থের অন্যতম লেখক Peter Stansky- র কথায় অরওয়েল একজন 'Premature antifascist and apremature left-wing anticommunist' হিসাবেদেশে ফেরত গেলেন। এখানে তাঁর আর একটি উপলব্ধি হল, কম্যুনিস্টরা তাঁদের ইউনিটকেট্রটস্কিপন্থী আখ্যা দিল এবং তিনি লক্ষ করলেন তারা যতখানি নাস্পেনের জনগণের জন্য চিন্তিত তার চাইতে তারা বেশি চিন্তিত সোভিয়েতের জন্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সূচনারআগে অবধি কিছুদিন অরওয়েল এক নিস্তরঙ্গ জীবন অতিবাহিত করলেন। বিশ্বযুদ্ধ তাঁর ছোটবেলা থেকে তাঁরমনের মধ্যে গেঁথে যাওয়া জাতীয়তাবোধকে আবার জাগিয়ে তুলল। কিছুটাবয়সের জন্য এবং কিছুটা তাঁর স্বাস্থ্যের দুরবস্থার জন্য তিনিসেনাবিভাগে যোগ দিতে পারলেন না। কিন্তু হোমগার্ড হিসাবে লন্ডনে খুবই সক্রিয়হয়ে উঠলেন। এর সাথে সাথে চলল বিবিসি-র এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা 'Tribune' -রপক্ষে কাজ। যুদ্ধ প্রায় শেষ। অরওয়েল লিখে ফেললেন অলীক গাথামালারমত এক উপন্যাস 'Animal Farm'। সোভিয়েট বিরোধী বিষয়বস্তুর জন্য এর প্রকাশ কিছুটা বিলম্বিতহল। ১৯৪৫-এ প্রকাশিত হবার সাথে সাথে এই উপন্যাস আলোড়ন সৃষ্টি করল। তাঁর বিশ্বাসমতকম্যুনিস্ট সর্বগ্রাসী সমাজব্যবস্থার বিদ্ধে সোচ্চার হবার জন্যই Swift -এরSatire
-এর স্টাইলে রচিতহয়েছিল এই উপন্যাস। এর সব চরিত্রই জীবজন্তু। অরওয়েল দেখাতে চেয়েছেনকীভাবে নির্দয়, দুর্নীতিপরায়ণ এবং স্বার্থান্বেষীরা ধীরে ধীরে ক্ষমতারশীর্ষে পৌঁছে যায় এবং জনবিরোধীকার্যালাপে যুক্ত হয়ে পড়ে। একটি সার্থক বিপ্লব কেমন করে প্রতিবিপ্লবীদের শিকার হয়ে যায় তারই এক নির্মম বর্ণনা পাওয়া যায়উপন্যাসটিতে। যদিও তাঁর চিন্তার বিষয়ে এসেছিল স্টালিনেরঅধীনের সোভিয়েত রাশিয়া, কিন্তু তাঁর লক্ষ্য ছিল সার্বজনীন -- অর্থাৎসবরকম বিপ্লবের ক্ষেত্রেই কারা বিপ্লব সংগঠিত করে আরকারাই বা বিপ্লবোত্তর শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করে।কম্যুনিস্ট একানায়কতন্ত্রের অবক্ষয়ের বিদ্ধে এটি সোচ্চারপ্রতিবাদ। একটি আশাব্যঞ্জক দিক নিয়ে শু। পশুখামারের পশুরা বিদ্রোহঘোষণা করে। কিন্তু পরিণতিতে দেখা যায় প্রাক্ - বিপ্লবদুর্দশাগ্রস্থ জীবনের প্রত্যাবর্তন। এখানে মানব- শাসকরা রূপায়িত হয়শূকর হিসাবে।

অরওয়েলের শেষগ্রন্থটির বিষয়ে আসা যাক, 'NineteenEighty-four' (১৯৪৯)। এখানেঅরওয়েল এক প্রবল নৈরাস্যবাদীর মত ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। ভবিষ্যৎকালযে কী বিপুল ঘৃণা, নির্মমতা, নির্দয়তা, ভীতি, ব্যক্তিস্বাধীনতাহীনতা,মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসাহীনতা ও মানবতাবোধের অভাবত্ব বহনকরে আনবে তারই বর্ণনা এ বইটিতে। 'AnimalFarm' -এ বিপ্লবের সুখকরমুহূর্তগুলিও দেখান হয়েছে। কিন্তু এখানে শুধুই সমাজের বিভীষিকাগুলিকেদেখানো হয়েছে। যে সব সাধারণ মানুষের প্রতি অরওয়েল পরম বিশ্বাসদেখিয়েছেন, যাদের তিনি সর্বদা প্রশংসা করেছেন, পরিণতিতে দেখিয়েছেনতাদের রাজনৈতিক এবং সামাজিক অস্তিত্বহীনতা। মানবিক সম্মান ওসৌন্দর্যের মৃত্যু ঘটেছে চরম উদাসীনতা এবং দুষ্টের প্রতিসহনশীলতার জন্য।

অরওয়েল নিজেকে একজনসোশ্যালিস্ট হিসাবেই বিশ্বাস করেছেন, কিন্তু সাথে সাথেই ঘৃণা করেছেনবামপন্থীদের নীরস ও আত্মপ্রবঞ্চক স্লোগানকে। তাঁর নিজের বিশ্বাসকেখোলাখুলি প্রকাশ করতে তাই কখনও দ্বিধাগ্রস্থ হননি। তাঁর 'The Lion and the Unicorn' (১৯৪১) গ্রন্থে এই ধারণা প্রকাশকরেছিলেন যে, যুগোত্তর বৃটিস সমাজ ব্যবস্থা তার সমস্ত সৌরভরক্ষা করে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়বিবর্তন ঘটাবে।

শেষোক্ত গ্রন্থতিনটিতে অরওয়েল যে ভাষায় বলতে চেয়েছেন তার মধ্যে ছিল তাঁরস্থির বিশ্বাসের প্রতিফলন। তিনি বলেছিলেন, সরল অথচ জোরালোভাষায় লিখতে গেলে একজনকে নির্ভয়ে চিন্তা করতে হবে এবং ভয়মুক্তচিন্তার ফলেই সে কখনও রাজনৈতিক গোঁড়ামীর দ্বারা প্রভাবিতহবে না। তিনি আর এক জায়গায় (Why I write)বলেছেন, আমি একজন সোশ্যালিস্ট হয়েছি যতটা না পরিকল্পিতসমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভ করে, তার থেকে বেশিপ্রভাবিত হয়েছি গরীব শিল্পশ্রমিকদের অবদমিত, অবহেলিত দুঃখতাড়িতজীবনযাত্রা দেখে বিরক্তি উৎপাদনের মধ্যে থেকে। অরওয়েল বিশ্বাস করতেন উদারইউটোপিয়ান সমাজব্যবস্থা কালে কালে ব্যক্তি স্বাধীনতা কেড়ে নেয় এবংজন্ম দেয় এক অসাম্যের। আর এসব চিন্তাধারাই প্রতিনিয়তপ্রকাশিত তাঁর গ্রন্থগুলিতে।

জীবনে যখন যশ এবং আর্থিকঅবস্থার উন্নতি হল, তারপর অরওয়েল আর বেশি দিন বাঁচলেন না। স্পেনেরগৃহযুদ্ধে গলায় যে আঘাতজনিত ক্ষতের সৃষ্টি হল তা নিয়েপ্রায়শই তাঁকে হাসপাতালে কাটাতে হত। ১৯৩৬ সালে তাঁর প্রথমবিবাহ এবং ১৯৪৫-এ স্ত্রীর মৃত্যু, একটি শিশুকে দত্তক নেবার কিছুদিন পরেই।অরওয়েল তাঁর মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস পূর্বে আবার দার পরিগ্রহণকরেছিলেন। তাঁর মৃত্যু হল ২১ জানুয়ারি ১৯৫০ ক্ষয় রোগ। অরওয়েলেররচনা সমগ্র প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পর, চার খন্ডে (১৯৬৮)। আজীবন বামপন্থী অরওয়েলের খ্যাতি মৃত্যুর পর যেনউত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে গেল।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com